সংবাদ

তারিখ ..... 3 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ .....

ভর্তি ফরমের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার দাবি

বাকৃবিতে বিক্ষোভ, অবরোধ প্রশাসনিক ভবনে তালা

আশরাফুল আলম, বাকৃবি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) গত রোববার সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি ফরমের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার ও পরপর দুই সেশনের শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন অবরোধ করে রাখে। এ সময় ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয় প্রগতিশীল ছাত্র জোট কর্মীরা। অবরোধের কারণে প্রশাসন ভবনের প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ সব দাফতরিক কাজকর্ম বন্ধ থাকে। পরে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক ভবনের তালা খুলে দেয়া হয়।

জানা যায়, বর্ধিত ভর্তি ফিসহ অন্যান্য অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আন্দোলনের অংশ হিসেবে রোববার প্রশাসন ভবন অবরোধ করে ভবনের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এরপর সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট বাকৃবি শাখা, ছাত্র ইউনিয়ন বাকৃবি শাখা এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রগতিশীল ছাত্রজোটের ব্যানারে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। এ সময় ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক বাক-বিতণ্ডা ও ধাক্কাধাক্কি হয়। অবস্থান ধর্মঘটে বাকৃবি ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি সেঁজুতি চৌধুরী, বাকৃবি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আশরাফুল আলম বাপ্পীসহ অন্যান্য আন্দোলনকারীরা বক্তব্য প্রদান করেন। পরে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের দাবি দুটি মেনে নেয়া হবে এই আশ্বাসে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে প্রশাসন ভবনের তালা খুলে দেয়া হয়। দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মো. সুলতান উদ্দিন ভূঁইয়া এবং শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান বলেন, 'আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দুই দফা মেনে নেয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আলোচনা করা হবে এবং আপাতত দুই দিনের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়ার সব কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।'

এ ব্যাপারে বাকৃবি ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি সেঁজুতি চৌধুরী বলেন, 'শিক্ষকদের আশ্বাসে আপাতত দুই দিনের জন্য আমরা আন্দোলন স্থগিত করছি, তবে যদি আমাদের দাবি মেনে নেয়া না হয় কিংবা এই দুই দিন ভর্তি কার্যক্রম সচল থাকে তাহলে ফের আন্দোলন চলবে।'

এদিকে একই ইস্যুতে ক্যাম্পাসে গত বৃহস্পতিবার গণভোটের আয়োজন করে বাকৃবি ছাত্র ইউনিয়ন। গণভোটে ২ হাজার ২৭৮ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৯৮.০০ ভাগ ভর্তি ফর্মের মূল্য বৃদ্ধির বিপক্ষে, শতকরা ৯৭.৩৭ ভাগ ভর্তি ফি বৃদ্ধির বিপক্ষে, শতকরা ৮৯ ভাগ ভর্তি বাতিল ফি বৃদ্ধির বিপক্ষে, শতকরা ৯১.৫ ভাগ পরপর দুই সেশনের শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার পক্ষে ভোট দেয়।